উনিশের প্রত্যাহ্বান

সঞ্জীব দেবলস্কর

বিগত পঞ্চান্ন বছরে আমরা স্তরে স্তরে মহান উনিশের তাৎপর্য উপলব্ধি করছি--সত্তর থেকে আশি, আশি থেকে নব্বুই--ছিল একাদশ, হয়েছে দ্বাদশ, এরপর চতুর্দশ, এবং পঞ্চদশ। ভাষা শহিদের তালিকায় কমলা এবং সুদেষ্ণা দুই মহিলা শহিদের অবস্থিতি বোধহয় বিশ্বের আর কোথাও নেই। বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা শহিদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে, এও অভিনব। এ রাজ্যে ভাষার পীড়নের বুঝি শেষ নেই। প্রতিবছর একটি করে দিন আসে আমরা একটু ফিরে তাকাই একষট্টির দিকে। কিন্তু এ যাবৎ কোন আশার আলো আমরা দেখতে পাইনি। একেবারেই কি
পাইনি? তা অবশ্য বলা যাবে না। আমরা মাতৃভাষার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি পাইনি, একষট্টির গুলিবর্ষণের বিচার পাই নি। পাইনি বাচ্চু চক্রবর্তী, জগন-যীশু হত্যার বিচার, পাইনি বিষ্ণুপ্রিয়া শহিদ সুদেষ্ণার উপর গুলিবর্ষণের বিচার। কিন্তু একষট্টি থেকে আজ পর্যন্ত বরাকবাসী একটা জিনিস ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছেন। তা হল উনিশ আমাদের আত্মপরিচয়ের দর্পন, আমাদের অস্তিত্বের ঠিকানা, আমাদের সম্প্রীতির সোপান। বরাকবাসী উপলব্ধি করেছেন উনিশ শুধু বাঙালির নয়, বরাক সহ উত্তরপূর্ব ভারতের সব ক'টি ভাষিকগোষ্ঠীরই অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন। উনিশের সঙ্গে জড়িত আমাদের শিক্ষা, অর্থনীতি, উন্নয়ন। এখানেই মহান উনিশের তাৎপর্য।

সীমান্তের ওপারে, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ একদিন তাদের মহান একুশেকে অবলম্বন করে ধর্মীয় বিভাজন, রাজনৈতিক হানাহানি, দেশবিভাগজনিত অসহিষ্ণুতা, বিজাতীয় ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভাষাজননী তাই তাঁদের উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র হাজারটা শত্রুর মোকাবিলা করে অদ্যাবধি লড়াই করে যাচ্ছে বাংলা এবং বাঙালিদের পরিচয় অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে। এ মুহূর্তে যদিও একাত্তরের চেতনাকে ধ্বংস করে দিতে একটি শক্তিশালী চক্র তৎপর, তবু ওই দেশে শান্তি, সম্প্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতার লড়াই জারি রেখে প্রাণ দিতে অকুতয় জনতা এগিয়ে আসছেন। এদের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে 'ভাষার অস্ত্র'। মৌলবাদীদের লক্ষ্য তাই ওদেশের ভাষাকর্মীরাই।

এপারে নান ধরনের নিষ্পেষণ এবং বঞ্চনার মধ্যেও উনিশও হয়ে উঠেছে আমাদের পরম আস্থার স্থল, হয়ে উঠছে আমাদের প্রথম এবং শেষ অবলম্বন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে আমাদের ভাষাজননী কি আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন? ভাষাকে অবলম্বন করে ওপারের বাঙালিরা একটি স্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্র পেয়ে গেল। আমাদের চাহিদা অতি সামান্য। পিতৃপুরুষের ভূমিতে নিজেদের মান মর্যদা নিয়ে বাঁচার অধিকার, একটু পা রাখবার ভূমি আর নিজের ভাষায় দুটো কথা বলার অধিকার। পঞ্চান্ন বছর থেকে এ সামান্য অধিকার স্বীকৃতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কি জানি এ ক্ষেত্রে ভাষা জননীর কিছু দাবি থাকতে পারে। আমরা বুঝি সে দাবি পুরণে **অক্ষম**। আমরা তো মাঝে মাঝে, কিংবা প্রায়শই তুচ্ছ রাজনৈতিক অভিসন্ধি, জাতপাতের রাজনীতির চক্রান্তে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের সামনে যে হাজারটা প্ররোচনা, এতে প্রলোভিত হয়ে যাই। এবারের উনিশের আকাশেও ওই কালো মেঘের আনাগোনা।

আমাদের অহঙ্কার শিলচরের শহিদ মিনার, মনীষীদের তৈলচিত্র শোভিত বঙ্গভবন কেবলমাত্র শহরের বাহ্যিক অলঙ্কার নয়। শহরের প্রবেশপথে এ মনীষীরা যে আমাদের অতন্দ্র প্রহরী-- ভূভারতে কোথাও এমনটি আর নেই। আমরা কেন ভুলে যাই ঈশ্বরচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-স্বামী বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-নজরুল-সভাষচন্দ্র আমাদের দিকে নিশিদিন অনিমিষে চেয়ে আছেন? এই মাটিতে, এই ভবনের ছত্রছায়ায় এলে আমরা কেন ভুলি না আমরা হিন্দু না মুসলিম, মণিপুরি না ডিমাসা, রাজস্থানি না ভোজপুরি, আমাদের রঙ সাদা না লাল, আমরা প্রাচীন না অর্বাচীন! আমরা কেন মনে করি না আমাদের আসলে একটিই পরিচয়-- আমরা উনিশের সন্তান! আমরা কেন অনুভব করি না আমাদের রক্তের গভীরে রয়েছে শহিদের আহ্বান!

এবারের উনিশে প্রকৃতই আমাদের সামনে এক বিশেষ প্রত্যাহ্বান নিয়ে এসেছে। কী সেই প্রত্যাহ্বান?
প্রত্যাহ্বানগুলো হল:

১. বাঙালিদের এ রাজ্যে অবস্থান কী? এরা কি নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে বাস করতে পারবে, না নিজেদের ভাষিক সত্তার বিনিময়ে ন্যুনতম নাগরিক অধিকার লাভ করবে?

২. বাঙালি শব্দের সঙ্গে বিদেশি, বহিরাগত, অবৈধ নাগরিক শব্দকে এক করে দেখার প্রবণতার কাছে কি এরা আত্ম সমর্পণ করবে?

৩. দীর্ঘ শতকের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সত্বেও এ রাজ্যে বাঙালিকে জাতীয়তা প্রমাণ করতে হবে? স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালিকে স্বাধীন রাষ্ট্রে বৈধতার প্রমাণপত্র খুঁজে ফিরতে হবে? খুঁজতে হবে হারিয়ে যাওয়া ছেঁড়া দলিল-- অসম্পূর্ণ কিংবা যার কোন অস্তিত্বই নেই তার?

৪. বাঙালিদের সঠিক পরিচয় কী হবে? আসামের একটি জনগোষ্ঠীর নামবাচক শব্দের সঙ্গে নিজেদের বিলীন করে দিতে হবে যেমন পরামর্শ দিয়ে গেলেন এক নেতা?

৫. ঐতিহাসিক কাল থেকে বসবাস করেও বাঙালিরা কি স্থানীয় অভিধার অধিকারী হতে পারবে না?

এ সমস্ত ঘৃণ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অমানবিক, অবাস্তব দিকটি রয়েছে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই এবারের

উনিশের প্রত্যহ্বান।

কিন্তু এ প্রত্যহ্বানের মোকাবিলা করতে কি আমরা প্রস্তুত? যে দিন সারা বিশ্ব রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনে ব্যস্ত সেদিন ভাষা শহিদের শহরে আমরা অসহিষ্ণুতার চর্চা করেছি। যে দিনগুলোতে উনিশের প্রস্তুতি নিচ্ছে গোটা উপত্যকা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সেদিন এ শহরে আমরা 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' এ চর্চা করেছি। এ যে বাঙালিত্বের অবমাননা, শ্রীচৈতন্য, লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা, এটা আমরা ভুলে যাই কী করে? কতিপয় দুর্বৃত্তকে কে অধিকার দেয় বাঙালি জীবনের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এ ধরনের মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতে? এ আমার প্রশ্ন নয়, বরাক সহ আসামের সমস্ত বাংলাভাষী এবং বাঙালিদের ভাগ্যের সঙ্গে যে সব ক্ষুদ্র ভাষিকগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করেছেন এদের সবার প্রশ্ন।

আসাম রাজ্যে তথাকথিত ভাষিক সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী তাদের সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। বিপন্ন হয়েছে সেই সব সংখ্যালঘু যারা আসামকে সুজলা-সুফলা-শস্যশামলা করে তুলেছেন। আমরা কি ভেবেছি একবারও বরাক উপত্যকার সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীও যদি সংখ্যালঘুর প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তবে আমরা কী ধরনের বিপন্নতায় আচ্ছন্ন হব? ইদানীং যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আস্বস্থ হয়ে নিজেদের শত্রুদের বন্ধু বলে ভবতে শুরু করেছেন এদের জানিয়ে দিই, অসমিয়া-বাঙালি বা বাঙালি-অসমিয়া বলে কোন অলীক পরিচিতির প্রস্তাব যে বাঙালিদের প্রতি একটি জঘন্য চক্রান্ত এটা উপলব্ধি না করলে আখেরে ঠকবেন। আসাম রাজ্যে বাঙালি তার ভাষিক স্বাতন্ত্র নিয়েই থাকবে, এতে রাজ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য ক্ষুন্ন হবে কেন? এ অধিকারকে অস্বীকার করলে তাকে সংগ্রাম করতেই হবে। স্বাধীনতার পর থেকে তাঁকে তো সংগ্রামের দিকেই বার বার ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বাঙালির আর নতুন করে ভয়ের কি কিছু রয়েছে? তাঁর হারাবার যে আর কিছুই নেই--'যে কেড়েছে বাস্তু ভিটা সেই কেড়েছে ভয়/ আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়'। এই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নই এবারের উনিশেতে নতুন প্রসঙ্গিকতায় ধরা দিচ্ছে।

তাই, উনিশ যেন আমাদের কোন প্রমোদের মেলা, শুধু হাসি খেলায় পর্যবেশিত না হয়। উনিশ যেন হয়ে ওঠে প্রকৃতই আত্মজাগরণের মন্ত্র। উনিশে আমাদের উত্তরণ হোক অসাম্প্রদায়িক চেতনায়, উনিশে আমাদের প্রতিটি ভাষিকগোষ্ঠীকে আপন করে নেবার প্রত্যয় ধ্বনিত হোক্। উনিশ আমাদের শিক্ষা দিক প্রতিটি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে--আমাদের শ্লোগান হোক্ --

প্রতিটি ভাষাই জাতীয় ভাষার দাবি
কেউ কারো চেয়ে কম নয় বেশি নয়।
তবুও আমার স্বপ্নলোকের চাবি
বাংলায় পাই পৃথিবীর পরিচয়।
প্রতিরোধ করো লালনের নাম নিয়ে
প্রতিরোধ করো তিতুমির তিতুমির
প্রতিরোধ করো ভাষার অস্ত্র দিয়ে
'বলো বীর বলো উন্নত মম শির'।